বিমান-আবাহনী অঘোষিত ফাইনাল আজ

আরিফুর রহমান বাবু ॥ বাংলাদেশেই শুধু নয়। বিশ্বের বেশিরভাগ লীগ পর্যায়ের আসরেই ফাইনাল থাকে না। একদমই থাকে না বলা বোধকরি ভুল হয়ে যাবে। কোন কোন আসরে থাকে। তবে ঢাকার ক্লাব ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি লীগে ফাইনাল প্রথা নেই অনেকদিন। স্বাধীনতার পর দু-এক বছর ছিল। তারপর উঠে গেছে। গত প্রায় আড়াই যুগে ঢাকা লীগে ফাইনাল নেই। প্রথম ও সুপার লীগ শেষে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া দলই চ্যাম্পিয়ন হয়। গতবারও হয়েছে। এবারের প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগেও তাই-ই হবে। সুপার লীগ শেষে যে দল পয়েন্টে সবার ওপরে থাকবে, সে দলই লীগ বিজয়ী হবে। কিন্তু কখনো কখনো সেই পয়েন্ট তালিকায় সবার ওপরের দল নির্ধারণ করতেই অঘোষিত তথা অনানুষ্ঠানিক ফাইনালের দ্বারস্থ হতে হয়। সেটা আগেও বেশ কবার হয়েছে। এবারও হচ্ছে। সুপার লীগে বিমান-আবাহনী ম্যাচ অঘোষিত ফাইনাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই দুই বড় ও শিরোপাপ্রত্যাশী দলের লড়াই হিসেবে এটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াই ছিল। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এটাকে এনে দিয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এই খেলার ওপরই মোটামুটি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ভর করছে। বিমান জিতে গেলেই চ্যাম্পিয়ন। আবাহনীকে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তখন বাকি খেলাগুলো গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। শেষ ম্যাচে মোহামেডানের কাছে সানোয়ার, তামিম, মাশরাফি ও অলকরা হারলেও লীগ বিজয়ীই থাকবে। তুষার, শাহরিয়ার নাফীস, নাদিফ, রফিক, আরাফাত সানি ও জিয়াদের চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। অন্যদিকে আবাহনী জিতলে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটবে। তখন বিমানের পাশাপাশি আবাহনীরও শিরোপা জেতার জোর সম্ভাবনা দেখা দেবে। বাকি খেলাগুলো নিয়মরক্ষার বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। একদম শেষ ম্যাচ অবধি আকর্ষণ ও উত্তেজনা বহাল থাকবে। ২১ মে বিমান-মোহামেডান ম্যাচ হয়ে যাবে ভাইটাল লড়াই। ঐ ম্যাচে মোহামেডান জিতে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে বিমানের। তীরে এসে তরী ডুববে। উল্টো আবাহনী হাসবে শেষ হাসি। ঐ ম্যাচে বিমান জিতলে আবাহনীর সঙ্গে পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে। তখন পুরো প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়ে পড়বে। এবারের প্লেয়িং কন্ডিশনে শিরোপা নির্ধারণে যে তিনটি ধারা আছে, সম্ভবত তার তিন নম্বর ও শেষ ধারার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। প্রথম দুটি ধারায় দু দল সমান সমান। প্রথম ধারা হচ্ছে, সর্বাধিক জয়। দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে যে দল বেশি জিতবে তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। এখন পর্যন্ত যে অবস্থা তাতে এই নিয়মে আবাহনী ও বিমান একই জায়গায় দাঁড়াবে। কারণ এখন পর্যন্ত বিমান সর্বাধিক ১২ টিতে জিতেছে। শেষ দুই ম্যাচ হারলে সেটা ১২ তেই স্থির থাকবে। আবাহনী জিতেছে ১০টিতে। বাকি দুই ম্যাচ জিতলে তুষার বাহিনীরও ১২ জয় হবে। দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে, হেড টু হেড। এ পর্বে আবাহনী জেতা মানেই পারস্পরিক মোকাবেলা সমান সমান। প্রথম লীগে বিমান জিতে আছে। তখন বাধ্য হয়েই নেট রানরেটে লীগ ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আবাহনী শিবির ও সমর্থকদের জন্য সুখবর, ঐ নিয়মে মানে নেট রানরেটে খুব না হলেও মোটামুটি পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে আছে আবাহনী। শেষ দুই ম্যাচ জিতলে অবশ্যই তা আরও বাড়বে। বাড়ার দরকার নেই। এক থাকলেও চলবে। তখন তুষার ইমরানের দলই হাসবে শেষ হাসি। এই রকম অবস্থায় আজ মুখোমুখি বিমান ও আবাহনী। বহুল কাঙ্ক্ষিত ও অঘোষিত এ ফাইনালের ভেন্যু মিরপুরের শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান-আবাহনীর মতো এ ম্যাচও টিভিতে দেখা যাবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি দেখাবে।

জিতলেই চ্যাম্পিয়ন। হারলে পুরোপুরি না হলেও অনিশ্চয়তায় পড়ে যাওয়া। এ কঠিন সত্য খুব ভালই অনুভব করছে বিমান শিবির। তাই প্রথম রাতে বিড়াল মারার মতো যা করার আজই করতে চায় সানোয়ারের দল। ক্যাপ্টেনের কথা, আমরা এটাকে বাঁচামরার লড়াই ভাবছি না। তাতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হতে পারে। অন্য আট দশটা বড় ম্যাচের মতো এটাও একটা। আমরা এরকমই ভাবছি। কিন্তু সেই ভাবনাতে আবার জয়ের চিন্তা ও পরিকল্পনা অনেক বেশি। লক্ষ্য এক ও অভিন্ন– জয়। আমরা চাই জিততে। জিতলেই চ্যাম্পিয়ন এ কথা মাথায় রেখেই মাঠে নামবো। জয় ছাড়া কিছু ভাবার নেই। আবাহনী ক্যাপ্টেন তুষার ইমরান তা ভাবছেনও না। তাঁর কথা, আমাদের হিসেব অত পরিষ্কার নয়। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে 'যদি তবের' ওপর নির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি যে দুটি ম্যাচ আছে, তাতে জিততে হবে। আমরা সে লক্ষ্যেই আছি। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে, বিমানকে হারানো। রবিবার আমরা সে বহুল কাতি জয়ই চাই।

এ জমজমাট লড়াইয়ে জিতবে কে ? কাগজেকলমে ও মাঠের পারফরমেন্সে কোন দল ফেবারিট ? মজার তথ্য হচ্ছে, দু'দলই নিজেদের এগিয়ে রাখছে। বিমান পাইলট সানোয়ারের মূল্যায়ন, আমাদের টিম ওয়ার্ক ও পারফরমেন্স সবচেয়ে ভাল। কারও একার ওপর নির্ভরশীল নয়। সবাই কমবেশি অবদান রাখছে। তারপরও মাশরাফি বিন মুর্তজাকে সবচেয়ে বড় ও কার্যকর অস্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন সানোয়ার। প্রায় ২০ বছর ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত এ অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কথা, মাশরাফি হচ্ছে এ মুহূর্তে ঢাকার ক্রিকেটের সবচেয়ে কার্যকর পারফরমার। আবাহনী-বিমান ম্যাচেই শুধু নয়, যে কোন ক্লাবের সঙ্গে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে মাশরাফি। এ উদ্যমী ও আত্মপ্রত্যয়ী ক্রিকেটারের উজ্জীবিত ও কার্যকর পারফরমেন্সের প্রশংসা করতে যেয়ে সানোয়ার একটা পরিসংখ্যানও তুলে বলেন, বিমান যে একটি মাত্র ম্যাচে হেরেছে, প্রথম লীগে সেই মোহামেডানের বিরুদ্ধেও মাশরাফি বল হাতে আগুন ঝরিয়েছে। সত্যিই তাই। দ্বিতীয় স্পেলে আশরাফুল, আফতাবদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন মাশরাফি। ঐ এক বিধ্বংসী স্পেলে মোহামেডান প্রায় হারের রাস্তায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য মাশরাফির। মূত্রাশয়ে ইনফেকশনের কারণে শেষ দুই ওভার বল করতে পারেননি। মাশরাফি ছাড়াও বিমান তামিম, পাকিস্তানী জামসেদ, অলক কাপালি, মোশাররফ রুবেল, রবিন ও নাবিল সামাদের দিকে তাকিয়ে। এদের পাশাপাশি অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মুশফিক বাবুর ফিরে আসাকেও ইতিবাচক দিক বলে মনে করছেন সানোয়ার। তাঁর ভাষায়, সব মিলে আমরা মোটামুটি কমপ্লিট টিম। সব ডিপার্টমেন্টে একটা স্থিতি আছে।

আবাহনী ক্যাপ্টেন তুষার ইমরানও জয়ের ব্যাপারে সমান আশাবাদী। বরং কিছু বেশি। তাঁর দাবি, আমরা ৬০ ভাগ আশাবাদী। মোহামেডানের সঙ্গে পারফরমেন্সকে আশার আলো হিসেবে অভিহিত করে তুষার বলেন, ওদের তারকা ও নামী ব্যাটসম্যানরা ভাল করেনি। ব্যর্থ হয়েছে। তাই বলে আমরাও কম করিনি। বোলিং, ফিল্ডিং ও ব্যাটিং ভাল হয়েছে। জিততে যা যা করা দরকার তার পুরোটাই আমরা উপহার দিতে পেরেছি। সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে যদি আগের ম্যাচের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারি, তাহলে না জেতার কোন কারণ নেই।

মোহামেডানের সঙ্গে শুধু সহজ জয় পাওয়াই নয়, খেলার আগের কথোপকথনেও শতভাগ সাফল্য দেখিয়েছিলেন তুষার। বলেছিলেন, ব্যাটসম্যানরা রানে না থাকা প্লাস পয়েন্ট। রফিক ও আরাফাত সানির বোলিংও প্লাস। আজকের ম্যাচে অবশ্য একটা মাইনাস পয়েন্ট কিছুটা ভাবাচ্ছে। তাহলো মোহামেডানের তুলনায় বিমানে বেশ কজন ভাল পারফরমার আছে। যারা মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে পারফরম করেছে। তাদের নিয়ে চিন্তা থাকলেও ভয় ও শঙ্কা নেই। তুষারের ভাষায়, আমরা ওদের নিয়ে হোম ওয়ার্ক করেছি। আশা করি সফল হবো। দেখা যাক, কার স্বপ্ন পূর্ণ হয়। কে হাসে শেষ হাসি।

অর্থ সঙ্কট, দল গঠন নাও করতে পারে ফুটবলের প্রতিষ্ঠিত শক্তি মুক্তিযোদ্ধা!

মজিবর রহমান॥ অর্থ সঙ্কটে এবার চ্যাম্পিয়ন ফাইট দূরের কথা, টিমই করতে পারছে না মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র। মুক্তিযোদ্ধা দল গড়তে না পারা মানে দেশের ফুটবলের জন্য বড় ধরনের ধাক্কা। এক সময় মোহামেডান আবাহনীর জার্সি গায়ে জড়াতে উদ্গ্রীব থাকতেন ফুটবলাররা। এই দুই ক্লাবে খেলার সুযোগ পেলে নিজেকে সার্থক মনে করতেন ফুটবলার। গর্ব করতেন ঐতিহ্যবাহী দলের ফুটবলার হিসাবে। এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ঠিক একইভাবে প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে একাধিক তারকা খেলোয়াড় সমন্বয়ে সেরা দল গড়ে আসছে মুক্তিযোদ্ধাও। এতে লালাসাদা (মুক্তিযোদ্ধা) জার্সির প্রতিও রয়েছে ফুটবলারদের দারুণ ঝোঁক। মোহামেডান, আবাহনীর মতো মুক্তিযোদ্ধায় সুযোগ পেলে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারেন একজন খেলোয়াড়। কিন্তু ঢাকার ফুটবলের প্রতিষ্ঠিত শক্তি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অবস্থা এবার শুধু করুণ নয়, একেবারে বাজে অবস্থায় রয়েছে দলটি। এক কথায় বলতে গেলে কোনরকম দল গড়ে মাঠে নামার অবস্থাও নেই। অর্থাৎ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই এবার কঠিন। ক্রীড়া চক্রের কর্মকর্তা পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ও মামলার পাশপাশি ফান্ডে কোন অর্থ না থাকায় চেষ্টার ঝুঁকিও নিতে পারছেন কেউ। কারণ টিম করতে গেলেই প্রয়োজন অর্থের। কোন রকমে টিকে থাকা বা রেলিগেশনের টিম করতেও দরকার নগদ অর্থ। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় উদ্যোগ বা চেষ্টা থাকলেও এগোতে পারছেন না কোন কর্মকর্তা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব পদত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যরা পদত্যাগের পরিবর্তে আদালতে মামলা ঠুকে দেন। ফলে ফুটবল টিম করার মতো কমিটিও বর্তমানে নেই। কিন্তু তারপরও প্রদীপটা কোনরকমে জ্বালিয়ে রেখেছেন দলের ম্যানেজার আব্দুস সাত্তার, দল করতে না পারলেও পত্রপত্রিকায় বা মিডিয়ার কাছে চেষ্টার কথা জানিয়ে। মামলা মুখ্য নয়। এ ক্ষেত্রে অর্থ সঙ্কটটাই বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত এক যুগ ধরে কোটি টাকার দল গড়ে আসছে মুক্তিযোদ্ধা। দলটির আয়ের মূল উৎস ছিল গুলিস্তান এলাকায় অবস্থিত ক্লাব থেকে। হাউজিসহ দেশের প্রায় সবক্লাবের মতো গেমলিং থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আসত। এলাকাটা একটু ব্যতিক্রম হওয়ায় আয়-রোজাগার অন্য ক্লাবের তুলনায় বেশ বেশি ছিল মুক্তিযোদ্ধার। আর এই অর্থ দিয়ে প্রতিবছর সেরা দল গড়ার প্রতিযোগিতায় মাঠে নামত মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর সমস্ত ক্লাবে এ ধরনের গেমলিং বন্ধ করে দেয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফুটবলের সাড়া জাগানো এই দলটি। অন্য ক্লাবগুলো সদস্য বা ডোনারের মাধ্যমে টিকে থাকলেও ক্লাবের প্রথাগত নিয়মের কারণে নিজস্ব উৎস ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার চলার কোন উপায় নেই। ফলে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার মতো অবস্থা দলটির। দলটি পরিচালিত হয়ে আসছে মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের অধীনে। কমান্ড কাউন্সিলের বর্তমানে কোন কমিটি নেই। মেজর জেনারেল (অব) আমিন আহমেদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে কমিটি গঠনের উদ্যোগ বন্দী হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লালফিতায়। আর দায়িত্ব না পাওয়ায় ক্রীড়াপ্রেমী আমিন আহমেদ চৌধুরীও কোন উদ্যোগ নিতে পারছেন না ফুটবল টিম গড়ার।

মুক্তিযোদ্ধার ভবিষ্যত নিয়ে গতকাল শনিবার বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি, সাবেক তারকা ফুটবলার বাদল রায়কে। ফোনে কথা বলছিলেন তিনি জেনারেল আমিনসহ মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া চক্রের সঙ্গে জড়িত অনেকের সঙ্গে। আলাপে জেনারেল আমিন জানান, দায়িত্ব না পেলে তার পক্ষে দল গঠনের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। তারপরও বাদল রায়কে বলতে শোনা যায়, 'স্যার এখনও সময় আছে আপনি একটু চেষ্টা করলে টিমটা দাঁড় করানো সম্ভব'। প্রয়োজনে বাফুফের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদানের কথাও বলেন এই ফুটবল তারকা। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ আহমেদ পদাধিকার বলে বর্তমানে ক্রীড়া চক্রের আহ্বায়ক। তাঁর সঙ্গেও ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেন বাদল রায়। কিন্তু আহ্বায়ক এগিয়ে আসতে পারছেন না অর্থ না থাকায়। ক্রীড়া চক্রের তহবিল একেবারেই শূন্য। দল গড়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারেন কেবল মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব) আব্দুল মতিন। তিনি উদ্যোগী হলেই হয়ত মাঠে নামার মতো হলেও একটি দল গড়া সম্ভব এই মুহূর্তে। বাদল রায় বললেন মুক্তিযোদ্ধা দেশের ঐতিহ্যবাহী একটি দল। এই দলটি মাঠে না থাকলে ফুটবলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আকর্ষণ হারাতে বাধ্য দেশের ফুটবল। সঙ্গতকারণে আমরা প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করব বাফুফের পক্ষ থেকে। ঘরোয়া ফুটবলে সাড়া জাগানো এমন একটি দল এভাবে নষ্ট বা হারিয়ে যাবে তা খুবই দুঃখজনক। বাদল রায়সহ ফুটবল সংগঠকরা মনে করেন মুক্তিযোদ্ধা টিম করতে না পারলে এটা বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা। দলের ম্যানেজার সাত্তার বললেন, জেনারেল অমিনকে দায়িত্ব দিলে তাঁর পক্ষে দল গড়া কোন ব্যাপারই ছিল না। প্রয়োজনে তিনি স্পন্সর যোগাড় করেই টিম গড়ার উদ্যোগ নিতে পারতেন। কিন্তু কি কারণে জেনারেল আমিনকে দায়িত্ব দেয়ার বিষয়টা ঝুলে রয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি মনে করি এই ক্লাবের সঙ্গে সারাদেশের মুক্তিযোদ্ধার ভাবমূর্তি জড়িত। সাত্তার জানান, এ বিষয়ে উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করা হচ্ছে। চিঠি দেয়া হয়েছে সময় দেয়ার জন্য। আশা করছি একটা ফয়সালা অবশ্যই হবে। জেনারেল অমিন ফুটবল লাভার। তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হলে লাভবান হবে ক্রীড়া চক্র। মামলা তো আমাদের নিজেদের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এটা মিটমাট করে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে এখন আমরা মাননীয় উপদেষ্টা জেনারেল মতিনের সদয় সহানুভূতি কামনা করছি বললেন, সাত্তার। উল্লেখ্য, ফুটবলারদের দলবদল শুরু হয়ে গেছে। দলবদল ম্যারাথন আকারে হলেও সাধ্যমতো দল গড়তে চেষ্টা করে যাচ্ছে সব ক্লাব। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল মুক্তিযোদ্ধা।

সেমির স্বপ্ন কঠিন হয়ে গেল কলকাতার

স্পোর্টস রিপোর্টার॥ ডেয়ারডেভিলসের বিপক্ষে অসাধারণ এক জয়ের পর আকাশে উড়ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। মাত্র ১৩৩ রানের পুঁজি নিয়েও দুর্দান্ত এক জয় তুলে নিয়েছিল। স্বপ্ন দেখছিল সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের। দু'দিন পর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে যাচ্ছেতাইভাবে হেরেতোরা আবার পাতালে নেমে এসেছে। ছে পরশুদিন। এমন হার এই ম্যাচের আগ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে আর কোন দল হারেনি। কলকাতা মাত্র ৬৭ রানে অলআউট হয়। আর এই রান টপকে মুম্বাইকে জিততে মাত্র ৫.৩ ওভার খেলতে হয়। আগের ম্যাচে ১৩৩ রান করেও শোয়েব আখতারের বিধ্বংসী বোলিংয়ে জয় পেয়েছিল কলকাতা। এদিনও শোয়েবের ওপর ভর করে পার পেতে চেয়েছিল। প্রথম ওভারেই শোয়েব শচীন তেন্ডুলকরকে ফিরিয়ে দিলেও সনাথ জয়সুরিয়াঝড়ে কলকাতা উড়ে যায়। এই হারের ফলে এখন সেমিফাইনালের পথটা তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। এই হার তাদের ছয় নম্বরে ঠেলে দিয়েছে। ফলে সেমিফাইনালে খেলতে হলে তাদের এখন কঠিন এক পথ পাড়ি দিতে হবে। অন্যথায় প্রথম পর্ব শেষে তাদের বিদায় নিতে হবে। ১০ ম্যাচ শেষে কলকাতার সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। সমান সংগ্রহ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লী ডেয়ারডেভিলসের। কিন্তু রানরেটে কলকাতার ওপরে স্থান করে নিয়েছে মুম্বাই ও দিল্লী। তাছাড়া মুম্বাই এক ম্যাচ কম খেলেছে। সব মিলিয়ে কলকাতার সামনে এখন কঠিন এক সময়। তাদের এখনও চারটি ম্যাচ বাকি। সেমিফাইনাল খেলতে হলে এ চারটি ম্যাচেই তাদের জিততে হবে। তারপরও যে তারা সেমিফাইনালে খেলতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ রানরেট তাদের জন্য বড় একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সমান পয়েন্ট নিয়েও ওপরে থাকা মুম্বাইয়ের রানরেট +০.৬৫৮, দিল্লীর +০.৩৩১ এবং কলকাতার -০.০১৪। বাকি চার ম্যাচে কলকাতার প্রতিপক্ষ যথাক্রমে চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লী ডেয়ারডেভিলস এবং পাঞ্জাব কিংস একাদশ। পয়েন্ট টেবিলের বর্তমান অবস্থায় কলকাতার জন্য পথটা

বেশ কঠিন। কারণ প্রতিপক্ষ চার দলই তাদের থেকে ভাল অবস্থানে রয়েছে। চার দলই তাদের ওপরে অবস্থান করছে। রাজস্থান সবার ওপরে। তার পরেই রয়েছে পাঞ্জাব ও চেন্নাই।

আইপিএলে ড্রাগ গুজব, পরীক্ষায় ক্রিকেটাররা

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আইপিএল) খেলতে ভারত উড়ে আসার সময় ব্যাগ ভর্তি করে সিরিঞ্জ এনেছেন শোয়েব আখতার। পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয় পত্রিকা 'দ্য নেশন' খবর ছেপেছে। খবরটি প্রকাশের পর থেকেই ক্রিকেটারদের নিষিদ্ধ ড্রাগ গ্রহণের বিষয়টি আরো জোরালো হয়ে ওঠে। খবরটি জোরালো হয়ে ওঠায় তা খতিয়ে দেখতে ওয়ার্ল্ড এন্টি-ডোপিং এজেন্সির (ওয়াডা) এক দল কর্মকর্তা চলে এসেছেন ভারত ক্রিকেটারদের পরীক্ষা নিতে। আসলে আইপিএলে যেভাবে চার-ছক্কার ফুলঝুরি ছুনছে এবং বোলিংয়ে যেভাবে রেকর্ড হচ্ছে, তাতে বলবর্ধক ওষুধের প্রয়োগ হওয়া স্বাভাবিক। তার উপর নিষিদ্ধ মাদক গ্রহণের অভিযোগে দুষ্ট শোয়েব আখতার, শেন ওয়ার্ন ও মোহাম্মদ আসিফের মতো ক্রিকেটাররা যেখানে খেলছেন। পাকিস্তানী পত্রিকা খবর প্রকাশ করেছে করাচী ছাড়ার সময় রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের ব্যাগে অগণিত সিরিঞ্জ দেখা গেছে। ডায়াবেটিস ইনজেকশন নেয়ার জন্যই সিরিঞ্জগুলো বহন করার ব্যাখ্যা দিয়েছেন শোয়েব। অবশ্য আইপিএল চেয়ারম্যান ও কমিশনার লোলিত মোদী বিব্রত বোধ না করে খবরটিকে রাবিশ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। আবার এটাও জানিয়েছেন, যেহেতু বিষয়টি আলোচনায় এসেছে, তাই ক্রিকেটারদের অবশ্যই পরীক্ষায় বসতে হবে, 'ক্রিকেটারদের অবশ্যই পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া উচিত। তবে ওয়াডা কোন ক্রিকেটার কিংবা দলের বিপক্ষে কিছুই করতে পারবে না।' আইসিসির নিয়ম আছে বলেই ডোপ টেস্টের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই সুইডেন থেকে ওয়াডার কর্মকর্তারা চলে এসেছেন ভারতে। তারা পরীক্ষা নেয়াও শুরু করে দিয়েছেন ক্রিকেটারদের। তবে কোন দল প্রথম পরীক্ষায় বসছে সে বিষয়ে আইপিএল চেয়ারম্যান কিছুই বলেননি, 'আশ্চর্যজনকভাবেই শনিবার থেকে ডোপ টেস্ট শুরু হয়েছে। যে কোন ক্রিকেটারের মূত্র নমুনা গ্রহণ করতে পারে ওয়াডা।'

দুই গোলে এগিয়ে থেকেও ড্র করল মোহামেডান

মনিজা রহমান ॥ মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের বল বয় থেকে শুরু করে সমর্থক, খেলা শেষে সবার মুখে এক কথা। আমরা হারিনি। আম্পায়ার আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। খেলা অবশ্য ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছে। কিন্তু প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা মোহামেডানের জন্য ড্র অনেকটা হারেরই সমতুল্য। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যখন চিরশত্রু আবাহনী লিমিটেড। ক্লাব কাপ হকির সেমিফাইনালে দুই দলের লড়াইয়ে নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। পরে টাইব্রেকারে জেতে আবাহনী। ওই ম্যাচেও যেমন প্রথমার্ধে ফ্লপ ছিল আকাশী-হলুদরা, গতকালও ছিল তারা সেই ভূমিকায়। প্রতিম্যাচে হেসে-খেলে ম্যাচ জেতা আবাহনীকে সেভাবে বিধ্বংসী রূপে পাওয়া যায়নি গতকাল। তারকা খেলোয়াড় সংগ্রহে এবং অভিজ্ঞতার বিচারেও আবাহনী চলতি মৌসুমে অনেক এগিয়ে মোহামেডানের চেয়ে। কিন্তু গতকাল তারুণ্যনির্ভর দল হয়েও মোহামেডান শুধু ভাল খেলেনি, চলতি মৌসুমে সেরা খেলাটা উপহার দিয়েছে।

খেলার ১৩ মিনিটে মোহামেডানের গোলটা এলোমেলো করে দেয় আবাহনীকে। মানসিকভাবে চাপে পড়ে যায় তারা। রক্ষণভাগের দুর্বলতা, ইনজুরি আর তারকা খেলোয়াড়দের অনুজ্জ্বল নৈপুণ্য আবাহনীকে স্বাভাবিক খেলা খেলতে দেয়নি। আসিফ-এ-নুরের পাস থেকে জাহিদ বিন তালিবের হিট আবাহনীর গোলরক্ষক জাহিদ হোসেনের পায়ের মধ্য দিয়ে চলে যায় পোস্টে ১-০। অপ্রত্যাশিত এই গোলের পরে আবাহনী দমে যায়। মোহামেডান তাদের ওপরে চড়াও হয়ে খেলতে থাকে। প্রথম গোলের ৬ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কর্নার থেকে দ্বিতীয় গোল আদায় করে নেয় মোহামেডান। জাহিদ বিন তালিবের পুশে বল থামান কামারুজ্জামান রানা। ইসা মিয়া হিট নিয়ে বল এগিয়ে দিলে জাহিদ আবার ছুটে গিয়ে বলে কানেক্ট করেন ২-০। ম্যাচের ২৪ মিনিটে একটি গোল শোধ করে আবাহনী। ডান দিক থেকে জিমির মাইনাসে বল পেয়ে আবাহনীর পাকিস্তানী রিক্রুট মোদাচ্ছের বক্সের ভিতর থেকে শট নেন, গোল পোস্টের সামনে থাকা মুসা মিয়া কানেক্ট করেন ২-১। প্রথমটির পরে প্রাপ্ত দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার থেকেও গোল আদায় করে নেয় মোহামেডান। বল আগের কম্বিনেশনেই জাহিদ হয়ে রানা থামালে গোল করেন ইসা ৩-১।

প্রথমার্ধে দুই দলই প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক খেললেও মোহামেডানের খেলায় পরিকল্পনার ছাপ ছিল বেশি। আবাহনী এই অর্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকটি গোলের সুযোগও নষ্ট করে। বিশেষ করে ১৯ মিনিটে জিমির মাইনাস থেকে মোদাচ্ছেরের হিট দারুণভাবে বাঁচিয়ে দেন মোহামেডানের গোলরক্ষক মেহরাব হোসেন কিরণ। পুরো ম্যাচে অসাধারণ খেলেন এই তরুণ। আবাহনীর কোচ মাহবুব হারুন বলতে বাধ্য হন, চলতি মৌসুমে কোন গোলরক্ষককে এত ভাল খেলতে দেখেননি তিনি। ২৩ মিনিটে মুসার কাছ থেকে বল পেয়ে আবাহনীর মওদুদুর রহমান শুভ গোলরক্ষককে অরক্ষিত পেয়েও বাইরে মারেন। আবাহনী ও মোহামেডানের দুই পাকিস্তানী খেলোয়াড় দারুণ খেলেন এদিন। বিশেষ করে মোহামেডানের আসিম। অনেকদিন খেলার মধ্যে না থাকা এই খেলোয়াড় গতকাল ছিলো মোহামেডানের প্রাণ। পুরো মাঠ চষে বেড়ান স্টিক নিয়ে। আরেক পাকিস্তানী সাব্বিরও ভাল খেলেন। আবাহনীর আক্রমণের নেতৃত্ব দেন ইমরান ও মোদাচ্ছের। কোচের নতুন কৌশলের অংশ হিসেবে দ্বিতীয়ার্ধে ইমরান ছিলেন বেশি কার্যকর।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে খেলা কিছুটা এলেমেলো ছিল দুই দলেরই। তবে ক্রমে গোল শোধে মরিয়া আবাহনী চেপে খেলতে শুরু করে। ৪৬ মিনিটে হাতেনাতে ফল পেয়ে যায় তারা। ডান দিক থেকে ইমরান বল নিয়ে ওপরে উঠে এসে গোলমুখে দারুণ একটি ক্রস দেন মোদাচ্ছেরকে। জায়গায় দাঁড়ানো মোদাচ্ছের কেবল বলে কানেক্ট করেন ২-৩। ফিরতি আক্রমণে মোহামেডানের ইমরান হাসান পিন্টুর একটা চেষ্টা পোস্ট ঘেঁষে যায়। খেলার ৪টি পেনাল্টি কর্নার পায় আবাহনী। একই কম্বিনেশনে মুসা-কুটিচয়ন হয়ে প্রথম তিনটিতে গোল আসেনি। অথচ চয়নকে বলা হয় বাংলাদেশের সেরা পেনাল্টি কর্নার বিশেষজ্ঞ। অবশেষে ৬৩ মিনিটে এসে সফল হন চয়ন ৩-৩। খেলায় সমতা এলে আবাহনীর সমর্থকরা গগনবিদারী চিৎকারে মাতিয়ে তোলে গ্যালারি। মিনিটখানেক পরেই এগিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিল মোহামেডান। কিন্তু জটলার মধ্যে মোহামেডানের আসিমের হিট পোস্টের বাইরে চলে যায়। খেলা শেষে একটু হলেও সন্তুষ্টির ছাপ আবাহনীর কোচ মাহবুব হারুনের চেহারায়। না বলে পারেননি, 'আমি খুশি তো অবশ্যই। যেখানে ৩ পয়েন্ট হারাতে বসেছিলাম, সেখানে ১ পয়েন্ট পেয়ে ভাল তো লাগবেই। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার কৌশল সামান্য পাল্টে দল সাফল্য পেয়েছে। রক্ষণভাগ প্যাক্ট রেখে মাঝমাঠ থেকে ছোট ছোট পাসে আক্রমণ শানানোই ছিল এই অর্ধে দলের পরিকল্পনা। বিশেষ করে ইমরানকে ব্যবহার করা হয় এই অর্ধে।' খোকনের ইনজুরি ও জিমির বাজে পারফরমেন্সের আক্ষেপ ছিল কোচের কণ্ঠে। এদিকে মোহামেডানের কোচ মিতুলকেও আনন্দিত মনে হলো দলের ফলাফলে। এগিয়ে গিয়ে ড্র। তবু কেন এত সন্তুষ্টি ? লীগে মোহামেডানের লক্ষ্য কি তাহলে তৃতীয় হওয়া, এমন একটি মন্তব্যের উত্তরে মিতুলের জবাব,দেখুন এখনও বলার মতো পরিস্থিতি হয়নি। সময়ই সব বলে দেবে। তারপর আরও বললেন, 'আসলে বড় ম্যাচে খেলতে গেলে যে রকম টেম্পারমেন্ট দরকার হয়, আমার দলের তরুণদের মধ্যে সেটা তৈরি হয়নি। এগিয়ে গিয়েও গোল ধরে রাখা এটা এখনও অর্জিত হয়নি তাদের। আবাহনী খুব অভিজ্ঞ

দল। তারা অভিজ্ঞতার জোরে খেলায় সমতা আনতে পেরেছে। আর শেষ পেনাল্টি কর্নারটি আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। বল ওদের খেলোয়াড় জিমির পায়ে লেগেছিল, আমাদের কারও নয়।'

পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রাজস্থান

স্পোর্টস রিপোর্টার ॥ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের (আইপিএল) প্রথম ৯ ম্যাচ দর্শক আসনেই বসেছিলেন আব্দুর রাজ্জাক রাজ। কাল শেন ওয়ার্নের রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে প্রথম খেলতে নামেন। কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারেননি দলকে। ২ ওভারে রান দিয়েছেন ২৯। জয়পুরের স্বামী মানসিং স্টেডিয়ামে পয়েন্ট তালিকার সবার উপরের দল রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে রাজ্জাকের ব্যাঙ্গালোর রয়্যাল চ্যালেঞ্জারকে কাল খুঁজেই পাওয়া যায়নি। রাজস্থানের বিপক্ষে নিজেদের ১০ নম্বর ম্যাচে হেরেছে ৬৫ রানের বড় ব্যবধানে। ১০ ম্যাচে অষ্টম জয় নিয়ে রাজস্থান এককভাবে সবার উপরে স্থান নিয়েছে। অন্যদিকে ব্যাঙ্গালোরের অবস্থান সবার তলানিতে। জয়পুরে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে রাজস্থানের দুই ওপেনার প্রোটিয়াস অধিনায়কগ্রায়েম স্মিথ ও আসনোদকার রীতিমতো ছেলেখেলায় মেতেছেন ব্যাঙ্গালোরের জহির খান, প্রবীণ কুমার, জ্যাক ক্যালিস, রাজ্জাক রাজদের নিয়ে। দুই ওপেনার সফরকারী বোলারদের উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে ১২.২ ওভারে প্রায় ৯ রান গড়ে ১০৯ রান তুলে বিচ্ছিন্ন হন। আসনোদকার ৪৪ বলে ৭ চার ও ১ ছয়ে কাটায় কাটায় ৫০ করে ভারতীয় অধিনায়ক কুম্বলের প্রথম শিকারে পরিণত হন। আসরে কুম্বলের এটাই প্রথম উইকেট। রাজস্থানের ইনিংসে এটাই একমাত্র উইকেট পতন। এরপর স্মিথ ও অসি অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন দু'জনে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ৭.৪ ওভারে ৯৮ রান যোগ করেন। স্মিথ ৭৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ৪৯ বলের ঝড়ো ইনিংসে ৮টি বাউন্ডারি ছাড়াও ২টি ওভার বাউন্ডারি ছিল। যার একটি ফ্রি হিটে রাজ্জাক রাজের বিপক্ষে মারা। ওয়াটসন অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। রাজ ম্যাচের অষ্টম ওভারে খেলতে এসে প্রথম বলে বাউন্ডারি দেন। বলটি নো হওয়ায় ফ্রি হিট পান স্মিথ। ফ্রি হিটে রাজের ওভার পিচ বলকে স্টেডিয়ামের বাইরে আছড়ে ফেলেন। স্মিথের আক্রমণের মুখে প্রথম ওভারেই ১৭ রান দেন রাজ। দ্বিতীয় ওভারে আরও ১২ রান দেন। এভাবেই ২ ওভারে ২৯ রান দেন রাজ্জাক রাজ। ১৯৮ রানের টার্গেটের বিপক্ষে খেলতে নেমে পয়েন্ট তালিকার নিচু দল ব্যাঙ্গালোর শুরুতেই পাকিস্তানী বাঁহাতি পেসার সোহেল তানভীরের তোপে পড়ে। তানভীরের দুরন্ত বোলিংয়ে প্রথম ১৪ বলে ৫ রানে হারিয়ে বসে ৩ উইকেট। শুরুর ধাক্কা পরবর্তীতে আর সামাল দিয়ে উঠতে না পেরে ১৩৪ রান সংগ্রহ করে। দ্রাবিড় অপরাজিত থাকেন ৭৫ রানে।

ইনজুরি, দুর্ভাগ্য শারাপোভার

স্পোর্টস রিপোর্টার ॥ দুর্ভাগ্য মারিয়া শারাপোভার। এ সপ্তাহেই টেনিস র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠে আসছেন। র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষে থাকা জাস্টিন হেনিন হঠাৎ করে সরে দাঁড়ানোর ফলে শীর্ষে চলে আসছেন এই রুশ সুন্দরী। এমন সময়ে আরও একটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন শারাপোভা। স্বপ্ন বুনে চলছিলেন রোম ওপেন টেনিস জয়ের। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজটা অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিলেন। পৌঁছেছিলেন সেমিফাইনালে। কিন্তু হঠাৎ করেই তার স্বপ্ন থমকে দাঁড়িয়েছে। ইনজুরির কারণে সরে দাঁড়াতে হলো তাকে। অনেকটা হঠাৎ করেই পিঠের ব্যথার কথা বলে সরে দাঁড়ান এই রুশ সুন্দরী। অবশ্য ইনজুরি তেমন মারাত্মক নয়। শারাপোভার বিশ্বাস কয়েকদিনের বিশ্রামে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ভালোভাবেই অংশ নিতে পারবেন ফ্রেঞ্চ ওপেনে।ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রস্তুতি হিসেবেই এ টুর্নামেন্টে খেলছিলেন শারাপোভা। কোয়ার্টার ফাইনালে প্যাটি স্নেইডারের বিপক্ষে দারুণ এক লড়াই করেছেন। তবে এ জয়টা পেতে যথেষ্ট লড়তে হয়েছে শারাপোভাকে। ৬-৭(৩-৭), ৭-৫ ও ৬-২ গেমে জয় পেয়েছেন। এ জয়ের ফলে স্নেইডারের বিপক্ষে শারাপোভার রেকর্ডটা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ম্যাচ রেকর্ড এখন শারাপোভার পক্ষে ৭-১।

স্নেইডারের বিপক্ষে ম্যাচকে শারাপোভা ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রস্তুতি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। ম্যাচের ফল কঠিন লড়াইয়ের কথা বলছে। কিন্তু শারাপোভা বলছেন ভিন্ন কথা। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট এটি। আমি যত বেশি সম্ভব খেলতে চেয়েছিলাম। কোর্টে আমি বেশি সময় থাকতে চেয়েছিলাম। তবে আমি সতর্ক ছিলাম। কোর্টে বেশি সময় থাকলেও ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রস্তুতিটা ভালো হলো না এই রুশ সুন্দরীর। আগের দিন ভেনাস উইলিয়ামস দারুণ এক জয় পেয়ে ফাইনাল খেলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ফাইনালটা তিনি ছোট বোন সেরেনার সঙ্গে খেলতে চেয়েছিলেন। অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, বর্তমান সময়ে দুই বোন ফাইনাল খেলা খুবই কঠিন কাজ। কাজটা যে এত কঠিন হবে তা হয়তো কখনো ভাবেননি উইলিয়ামস বোনদ্বয়। হয়তো তাদের এই আশা আর কখনো পূরণও হবে না। রোম ওপেন টেনিসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দুই বোনই বিদায় নিয়েছেন। তবে ম্যাচে হেরে বিদায় হয়েছে বড় বোনের। আর ছোট বোন বিদায় নিয়েছেন ইনজুরির কারণে। পিঠের ব্যথার কারণে সরে দাঁড়ান সেরেনা। তবে আশা করছেন ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগেই সুস্থ হয়ে কোর্টে ফিরবেন তিনি। এদিকে ভেনাস হেরে গেছেন জেলেনা জাঙ্কোভিচের কাছে।

সিনেমার গল্প সমৃদ্ধ করতে জিততে চান তেভেজ

স্পোর্টস রিপোর্টার॥ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ঘরোয়া লীগ জয়ের উৎসব করেছেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার কার্লোস তেভেজ। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জয়ের উৎসবটাও করতে চান তিনি। তাই যদি হয়, তাহলে তা দারুণ হবে। ক্লাবে যেমন তার তারকা খ্যাতি বাড়বে, বাড়বে জাতীয় দলে। তেমনি সিনেমাটাও হবে দারুণ। হ্যাঁ, কার্লোস তেভেজ সিনেমায় অভিনয় করছেন। নিজের জীবনের কাহিনী দিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন এই আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ফাইনাল ম্যাচ শেষ করেই তাই উড়ে যাবেন দেশে। কাজ করবেন সিনেমা জগতে। তাই বলে ফুটবলকে ছেড়ে যাচ্ছেন না। ছুটির এই সময়টুকু কাজে লাগাতে চান এভাবে। অন্যদের জানাতে চান উত্থান কাহিনী। বোকা জুনিয়র্সের সাবেক এ ফুটবলার চ্যাম্পিয়ন্স লীগ ট্রফি দিয়ে জীবন কাহিনীকে আরও সমৃদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তেভেজ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লীগ সম্পর্কে বলেন, এটা ইউরোপা এবং বিশ্ব ফুটবলের জন্য দারুণ এক সম্মানের টুর্নামেন্ট। এটা জয় করতে পারলে একদিকে আমার সম্মান বাড়বে তেমনি বাড়বে দলের সম্মান। তেভেজ আরও বলেন, ম্যাচ শেষে আমি আর্জেন্টিনায় ফিরে যাব। জুনে একটা ছবি তৈরি করব। এটা আমার জন্য দারুণ এক ব্যাপার হবে। তাছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জয় করে আর্জেন্টিনায় ফেরাটা আরও দারুণ হবে। ভবিষ্যত ক্যারিয়ার সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তেভেজ বলেন, এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না ভবিষ্যতে কি হবে। হয়তো অন্য ক্লাবেও খেলতে পারি। আমি জানি দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলাররা ইতালি এবং স্পেনে খেলতে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু আমি ম্যানইউতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। এটা বিশ্বের সেরা লীগ। আমি বেশ কয়েকজন সেরা ফুটবলারের সঙ্গে খেলছি। সত্যিকারভাবেই আমি এখানে সুখি। হয়তো আমি একদিন স্প্যানিশ লীগে খেলব। কিন্তু এটা এখনই নয়, অনেক দেরিতে। এ মুহূর্তে আমি ম্যানইউ ছাড়ার কথা ভাবছি না। বরং আমি এখানে আমার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রত্যাশা করছি।

জাতীয় খো খো, ঢাকা চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় পল্টন ময়দানস্থ খো খো মাঠে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড চতুর্থ জাতীয় খো খো চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ৫ পয়েন্টে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এবং নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থা ৩ পয়েন্টে বাগেরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়। ৩য় স্থান নির্ধারণী খেলায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ৯ পয়েন্টের ব্যবধানে বাগেরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়ে ৩য় স্থান লাভ করে। ফাইনাল খেলায় ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ৬ পয়েন্টের ব্যবধানে নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব কুতুব উদ্দিন আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুল আলম। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি ষেখ একে মোতাহার হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আবদুল মুকতাদির বেলাল, সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল, কোষাধ্যক্ষ মোঃ সাহাব উদ্দিন, টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক মোঃ ফারুক ঢালী, নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। –বিজ্ঞপ্তি।

মন্ত্রীর ইচ্ছায় এশিয়া কাপ দলে জয়সুরিয়া

স্পোর্টস রিপোর্টার॥ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগে (আইপিএল) মজেছেন পুরো ক্রিকেট বিশ্ব। মজেছেন শ্রীলঙ্কান ক্রীড়ামন্ত্রীও। আইপিএলে বর্ষীয়ান ক্রিকেটার সনথ জয়সুরিয়ার ধ্বংসাত্মক ব্যাটিংয়ে এমনই মজেছেন মন্ত্রী যে, এশিয়াকাপে শ্রীলঙ্কান স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করে ছাড়িয়েছেন। অবশ্য অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আইপিএল নতুনভাবে জন্ম দিয়েছে জয়সুরিয়াকে। শচীন তেন্ডুলকরের পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার জয়সুরিয়া যিনি ৪০০'র ওপরে ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। দলে জায়গা করে নেয়ার আগে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ১১৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন। এছাড়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে অপরাজিত ৪৮ রানের ঝড়ো একটি ইনিংস খেলেন। আইপিএলে এমন ব্যাটিংয়ের পরও লঙ্কান ওয়ানডে স্কোয়াডে জায়গা দেননি সাবেক ক্রিকেটার অশান্ত ডি মেলের নেতৃত্বাধীন নির্বাচকমণ্ডলী। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী গামীনি লকুগের হস্তক্ষেপে নির্বাচকরা ৩৮ বছর বয়স্ক বাঁ-হাতি ওপেনারকে ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্ষীয়ান ক্রিকেটারের অন্তর্ভুক্তিতে বাদ পড়েছেন আরেক বাঁ-হাতি ওপেনার উপুল থারাঙ্গা।

বক্তব্য রাখছেন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানালেন ড. ফখরুদ্দীন

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ আজ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসার জন্য ব্যক্তি, বেসরকারী খাত ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর (এনজিও) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। চীনের সাংহাইয়ে ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিকে ৭১টি পদক বিজয়ী প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বক্তৃতা করছিলেন। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ করতালির মধ্যে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, সাংহাই অলিম্পিকে ৪৮ জন প্রতিবন্ধী বালক ও বালিকা বিভিন্ন ইভেন্টে ৩২টি স্বর্ণ, ১৫টি রৌপ্য ও ২৪টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৭১টি পদক জয় করে।

শোয়েবের ডোপ টেস্ট, অভিযুক্ত পিসিবিপ্রধান

স্পোর্টস রিপোর্টার ॥ শোয়েবকে আজীবন নিষিদ্ধ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা প্রয়োগ না করার জন্য হয়ত অনুতাপ করতে পারেন পিসিবিপ্রধান ড. নাসিম আশরাফ। পিসিবির সমালোচনা করার জন্য যে শোয়েবকে তিনি পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন সেই শোয়েবের বিরুদ্ধে ডোপ টেস্টে পজিটিভ প্রমাণিত হওয়ার কারণে তাঁকে আজীবন নিষিদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং এখন সেই অভিযোগেই নিজে অভিযুক্ত হলেন। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপের আগে ডোপ টেস্টে পজিটিভ প্রমাণিত হওয়ায় দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন শোয়েব আখতার ও মোহাম্মদ আসিফ। তবে দুই মাস পরই এক আপীলের মাধ্যমে তাঁদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। আর এই পুরো ঘটনার জন্য সিনেটের হিনভর বেগ অভিযুক্ত করেছেন পিসিবিপ্রধান ড. নাসিম আশরাফকে।

<u>আজলান শাহ হকি</u>

পাকিস্তানের বিদায়, এক যুগ পর ভারত ফাইনালে

স্পোর্টস রিপোর্টার ॥ পাকিস্তানের স্বপ্নকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে আজলান শাহ হকির ফাইনালে পৌঁছেছে ভারত। ফাইনালে পা রাখতে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ছিল না ভারতের। সেই জয় নিয়ে তারা ফাইনালে পৌঁছেছে। এর ফলে ১২ বছর পর আজলান শাহ হকির ফাইনালে পৌঁছাল তারা। ২-১ গোলে জিতেছে। আজ ফাইনালে তারা শিরোপার জন্য আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে। পাকিস্তানের বিপক্ষে লীগ ম্যাচে একই ব্যবধানে জয় পেয়েছিল ভারত। সে ম্যাচে খেলার শুরুতে ভারত ২-০-তে এগিয়ে গিয়েছিল এবং পাকিস্তান শেষ দিকে একটি গোল পরিশোধ করেছিল। গতকাল মালয়েশিয়ার বিপক্ষেও একই ঘটনা ঘটেছে। নবম ও দশম মিনিটের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। এই দুই গোলের সুবাদে ভারত ম্যাচে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।

পাকিস্তান অবশ্য নিজেদের দোষেই ফাইনাল খেলার সুযোগ হারিয়েছে। টুর্নামেন্টে তাদের সূচনাটা ছিল দুর্দান্ত। শুধু তাই নয়, একের পর এক ম্যাচ জয়ের মধ্য দিয়ে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।